সমকাল

তারিখ 29 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

এই মুহূর্তের চ্যালেঞ্জ

শিক্ষানীতির দ্রুত বাস্তবায়ন চাই

সমকালের বিশেষ ধারাবাহিক প্রতিবেদন 'এই মুহূর্তের চ্যালেঞ্জে'র গতকালের প্রসঙ্গ ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিগত মহাজোট সরকার যেসব ক্ষেত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য উন্নয়নের ছাপ রেখেছেন তার মধ্যে একেবারে ওপরের দিকে রয়েছে শিক্ষার উন্নয়ন। সমগ্র দেশে শিক্ষার উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দিয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করার যে প্রতিজ্ঞা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করা হয়েছিল, তা পরিপূরণের অঙ্গীকার নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এ ব্যাপারে খুব একটা সংশয় ব্যক্ত করার তেমন সুযোগ রয়েছে বলে আমরা মনে করি না। তবে শুধু আন্তরিকতাই লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র নিয়ামক নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়ে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ, তা বাস্তবায়নে যে অর্থ প্রয়োজন, তা বিগত সরকারের আমলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। যেসব মন্ত্রণালয় বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার পায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেই তালিকায় থাকলেও দেশের লাখ লাখ শিক্ষকের বেতন, ভাতা, বোনাস, বাড়িভাড়া দিতে গিয়ে বাজেটের সিংহভাগ নিঃশেষ হয়ে যায়। শিক্ষা খাতের উন্নয়নের জন্য যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। 'শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগে আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও অর্থই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন আনতে সরকারের যে বিশাল কর্মযজ্ঞ তা বাস্তবায়নে প্রয়োজন অতিরিক্ত ৬০ হাজার কোটি টাকা। এ কারণে শিক্ষানীতির ১০ শতাংশও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

এই মুহূর্তে শিক্ষা খাতে অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা আইন ও এনসিটিবি আইন প্রণয়ন, কোচিং বন্ধ করা, শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদবাণিজ্য রোধ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার- সর্বোপরি শিক্ষা প্রশাসন থেকে দুর্নীতি সীমিত পর্যায়ে আনয়ন। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শিক্ষকদের পাঠদানে যে ন্যূনতম যোগ্যতা প্রয়োজন তার প্রকট অভাব রয়েছে। দক্ষ, যোগ্য শিক্ষক তৈরির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ পুঞ্জীভূত সমস্যার কথা স্বীকার করে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তার আন্তরিকতার কথা জানিয়েছেন। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির ওপর তিনিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি শিক্ষা প্রশাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন। তবে এসব কাজ যে বাংলাদেশের বাস্তবতায় খুব সহজ, তা তিনিও সম্ভবত মনে করেন না। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষার যে দীপশিখা প্রজ্বলিত হয়েছে তা আগামীতে আরও দেদীপ্যমান হবে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হবে। এ ক্ষেত্রে অর্থ যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।